কালের কণ্ঠ

তারিখ .. 11 SEP. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

আন্দোলনে পিছু হটল সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

- বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভ্যাট দেবে : এনবিআর
- সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান
- সুনির্দিষ্ট আশ্বাস চায় শিক্ষার্থীরা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফির ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীতে গড়ে-ওঠা তুমুল আন্দোলনের মুখে পিছু হটেছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বলেছে, শিক্ষার্থীদের নয়, ভ্যাট পরিশোধের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও গতকাল একই কথা বলেছেন। এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান টিউশন ফির মধ্যেই ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত করা আছে। ভ্যাটের জন্য শিক্ষার্থীদের বাড়তি টিউশন ফি দিতে হবে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টিউশন ফি বাড়ানোরও কোনো সুযোগ নেই।

গতকাল বিকেলে সিলেটে এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, 'ভ্যাট প্রত্যাহার করার কোনো কারণ দেখছি না। একজন ছাত্র যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তার এভারেজ দৈনিক খরচ এক হাজার টাকা। সেখানে আমি মাত্র সাড়ে ৭ পারসেন্ট দাবি করেছি। আর এ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে তারা যে হারে টাকা আদায় করে সে হারে এটা দিতে পারে। তবে কোনো ফি বাড়াতে পারবে না।'

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫
আরো খবর ও ছবি ▶ পৃষ্ঠা ৩, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ▶ পৃষ্ঠা ১৪

আন্দোলনে পিছু হটল সরকার

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে গতকাল মোবাইল ফোনেও একই তথ্য জানিয়ে সাধারণ নাগরিকদের এসএমএস দিয়েও পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা হয়।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনড়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ বিষয়ে ঘোষণা না আসবে ততক্ষণ তারা রাজপথ ছাড়বে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় টিউশন ফির ওপর ভ্যাট দিতে হবে না বলে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাত ৮টা পর্যন্ত কোনো ঘোষণা না দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা রাস্তায় বিক্ষোভ করছিল বলে জানা যায়।

দেশে বর্তমানে ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৬৬টি মেডিক্যাল-ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। তাতে প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। জানা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সব ধরনের ফির ওপর ১০ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তা না মেনে আন্দোলন শুরু করে। এতে ভ্যাট ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হয়। কিন্তু তাও মেনে নেয়নি শিক্ষার্থীরা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত জুলাই মাস থেকেই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সব ধরনের ফির ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আদায় শুরু করে। শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে ভ্যাট দিলেও একই সঙ্গে 'নো ভ্যাট অন এডুকেশন' স্লোগান নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। মানববন্ধন, স্মারকলিপি পেশ, সমাবেশ, বিক্ষোভসহ নানা কর্মসূচি চালিয়ে যায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু সরকার তাতে কোনো কর্ণপাত করেনি। গত বুধবার রাজধানীর রামপুরা সড়ক অবরোধ করে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শুরু করলে পুলিশ লাঠিপেটা করে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, পুলিশ টিয়ার শেলসহ গুলিও চালায়। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়। এরই জের ধরে রাজধানীর সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই গতকাল রাস্তায় নেমে আসে। ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানীজুড়েই শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে।

গতকাল ধানমণ্ডির সাতমসজিদ রোডে বিক্ষোভ করে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউল্যাব, এশিয়া প্যাসিফিক, স্টামফোর্ড, নর্দান, ইউডা, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কয়েক হাজার শিক্ষার্থী এই বিক্ষোভে অংশ নেয়। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, 'আমার বাবা এটিএম বুথ নয়', 'ভাইয়ের বুকে গুলি কেন, জবাব চাই দিতে হবে', 'শিক্ষা কোনো পণ্য নয়, অধিকার'–এ ধরনের অসংখ্য স্লোগানে মুখরিত ছিল বিক্ষোভস্থল। মাইকেও নানা ধরনের স্লোগান দিয়ে আন্দোলনরতদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মো. ফিরোজ হাসান গতকাল দুপুরে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাসে সর্বোচ্চ বেতন ৫০ টাকা। অথচ আমাদের দিতে হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। আমরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাইনি বলেই বেসরকারিতে ভর্তি হয়েছি। শিক্ষা ব্যয় কমাতে সরকারের উচিত ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন প্রকার ফি কমানোর ব্যবস্থা করা। অথচ তা না করে উল্টো আমাদের ঘাড়েই ভ্যাটের বোঝা চাপানো হলো। আমাদের এক দফা দাবি, ভ্যাট প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমরা রাস্তা থেকে যাব না।'

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনালের বিবিএর শিক্ষার্থী শাহনেওয়াজ শরীফ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রতি সেমিস্টারে আমাকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা দিতে হয়। এই টাকা চাইতেই অসহায় বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। এখন এই ভ্যাট আরোপের কারণে মাঝপথেই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় কি না সেই দুশ্চিন্তায় আছি। তাই বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমে এসেছি।'

এশিয়া প্যাসিফিকের অন্য শিক্ষার্থী শাহীদুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার প্রতি সেমিস্টার ফি ৬২ হাজার টাকা। দুইবারে সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। এখন সেই টাকার সঙ্গে যোগ হয়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট। ফলে অতিরিক্ত প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে, যা আমার অভিভাবকের পক্ষে দেওয়াটা খুবই কষ্টকর।' শাহীদুলের কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে যোগ দিলেন স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মার্জিনা আক্তার লাভলী। তিনি বলেন, 'উচ্চশিক্ষা কি পণ্য, যে ভ্যাট দিতে হবে? আসলে সরকার শিক্ষাকে পণ্য বানানোর চেষ্টা করছে। আমরা তা হতে দেব না।'

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার এয়ার কমোডর (অব.) ইসফাক ইলাহী চৌধুরী গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারের সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। তাই আমরা আপাতত ভ্যাট না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষার্থীদের তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে।'

প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। এর জন্য তো সময় প্রয়োজন। পরবর্তীতে আলোচনা করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক মো. আনোয়ার হাবিব কাজল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এনবিআরের ব্যাখ্যাটি এসেছে শেষ বেলায়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবাই বের হয়ে গেছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরবর্তী দিনে এ বিষয়ে মিটিং হবে।'

নাম প্রকাশ না করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আসলে সরকার তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে না পেরে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিল। এনবিআর আগে তো কখনো এমন কথা বলেনি। প্রথম থেকেই এ ব্যাখ্যা জানাত, তাহলে তো এত সমস্যা হতো না। আর ভ্যাট কনজ্যুমাররাই দেয়। এটাই নিয়ম। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে নিয়মই উল্টে গেল।'

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অনুবিভাগের প্রথম সচিব এবং ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক ড. মো. আব্দুর রউফ এক ব্যাখ্যায় বলেন, 'অধিকাংশ দেশই শিক্ষাসেবাকে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখে। তবে অনেক দেশ ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটমুক্ত সুবিধা দেয় না, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার নীতিমালার আলোকে শিক্ষা প্রদান করে না। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে যেসব প্রতিষ্ঠান মুনাফার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদান করে, সেসব প্রতিষ্ঠান এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভ্যাট প্রদান করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ সিঙ্গাপুরের সব শিক্ষায়ই ৭ শতাংশ ভ্যাট দিতে হয়। নিউজিল্যান্ডে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাসেবা ভ্যাটযোগ্য সেবা। ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ। যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতেও ভ্যাট দিতে হয়। তবে আয়ারল্যান্ডে সরকারি ও বেসরকারি প্রায় সব ধরনের শিক্ষা বলতে গেলে ভ্যাটমুক্ত।'